ঝিনাইদহে কৃষকের ধরন্ত পেয়ারা গাছ কেটে তসরুপ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের শংকরপুর গ্রামের এক হতদরিদ্র কৃষকের দেড়’শ ধরন্ত পেয়ারা গাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা। গতকাল শনিবার বিকেলে ওই গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের কৃষক শহিদুল ইসলামের সাথে তার ভাই মসলেম উদ্দিনের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বিকেলে মসলেম উদ্দিন তার সহযোগিদের নিয়ে কৃষক শহিদুলের ৯ শতক জমির দেড়’শ ধরন্ত পেয়ারাগাছ কেটে দেয়। এছাড়াও তার ১৪’শ জমিতে বপন করা দেড় মাস বসয়ী মাসকলাই’র জমি চষে দিয়ে দখল করে নিয়েছে মসলেম উদ্দিন। জমি থেকে সম্প্রতি পেয়ারা বিক্রি শুরু করেছেন তিনি।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমার জমিতে আমি অনেক কষ্ট করে পেয়ারা লাগিয়েছিলাম। পেয়ারা গাছের বয়স ৩ বছর। কিছুদিন হলো আমি পেয়ারা বিক্রি শুরু করেছি। এই আমার একমাত্র আয়ের উৎস। শত্রুতা করে আমার গাছগুলো কেটে দিয়েছে। আমি এর শাস্তি দাবী করছি।

এ ব্যাপারে গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধ থাকতেই পারে। তাই বলে ধরন্ত গাছগুলো কেটে ফেলা খুবই অন্যায় হয়েছে। এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, কাটা গাছ নিয়ে একজন থানায় অভিযোগ দিতে এসেছিলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। এলাকায় পুলিশ পাঠানোর পর তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে অংকুর নাট্য একাডেমীর ঈদ সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহে অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার সকালে শহরের কুইন ফ্রেশ ক্যাফে রেস্টুরেন্টে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে অংকুর নাট্য একাডেমী।

অংকুর নাট্য একাডেমীর আজীবন সদস্য হায়দার আলী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হাটগোপালপুর আরটি কলেজের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকনুজ্জামান মিলন, জহুরুল ইসলাম জহির, অংকুরের আজীবন সদস্য জামাল হোসেন, মিলন হোসেন, আব্দুস সামাদ শফি, মীর আব্দুল মান্নানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে শহরের বিভিন্ন এলাকা অর্ধ-শত পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, সেমাই, চিনি, সাবান শ্যাম্পুসহ ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদ উপহার পেয়ে খুশি হতদরিদ্র মানুষগুলো।

ঝিনাইদহে দালাল চক্রের হাতে বিআরটিএ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসের দালালের হাতে তারিক হাসান নামের এক কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসে মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান এ লাঞ্ছিতের ঘটনার শিকার হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের কর্মস্থল বিআরটি’এ অফিসে নিজ কক্ষে অবস্থান করছিলেন মোটরযান পরিদর্শক

তারিক হাসান। সে সময়ে ওলিয়ার রহমান নামের এক দালাল মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসানের রুমের মধ্যে ঢুকে গালি-গালাজ শুরু করে। সেসময় তারিক হাসান তাদের অফিস থেকে বের হতে বললে ওলিয়ার তার উপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তাকে ধাক্কা দেয়। বিষয়টি দেখে অফিসের অন্যরা এগিয়ে এলে দালালরা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ বিআরটি’র মোটরযান পরিদর্শক তারিক হাসান বলেন, দালাল ওলিয়ারকে অফিসের বাইরে যেতে বলায় তারা আমার ওপর চড়াও হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারতে তেড়ে আসে। এছাড়াও আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও দেয়। তিনি আরও বলেন, আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এজন্য যে তারা যে কোন সময় আমার ওপর হামলা করতে পারে যে কারণে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ বিআরটি’র সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান বলেন, কিছু দালাল চক্র অফিসের মধ্যে প্রবেশ করে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে বিষয়টি অবগত করেছি। এ ধরনের ঘটনা এড়াতে অনতিবিলম্বে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ট্রলির চাপায় শিশু নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ট্রলি চাপায় পারভেজ নামের ৯ বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু ওই গ্রামের বিপুল মন্ডলের ছেলে।

জানা যায়, সকাল ৮টার দিকে চাচা জাহিদ মন্ডল গ্রামের মাঠে জমিতে গবরের সার ফেলার জন্য ট্রলি ভর্তি করে।

সেসময় শিশু পারভেজ ট্রলিতে করে চাচার সাথে মাঠে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। ওই সময় ভাতিজাকে ট্রলির উপরে বসিয়ে মাঠে নিয়ে

যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গবরের সারের মধ্যে থাকা শিশু পারভেজের হাতে পিঁপড়ায় কামড় দেয়। ট্রলিতে বসে ধরে থাকাবস্থায় রড ছেড়ে দিয়ে শিশু তার হাত চুলকাতে থাকে।

এসময় উচু নিচু পথে ঝাকি লেগে ছিটকিয়ে ট্রলির চাকার নিচে মাথা পড়ে যায় শিশুটির। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেন হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জিয়াউর রহমান।

ঝিনাইদহের সড়ক যেনো মৃত্যুর ফাঁদ

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানীই শুধু নয়, বরং বিপর্যস্ত পরিবারের চিরস্থায়ী দুর্ভোগও বটে। নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোন ভাবেই সড়কে এই মৃত্যুর মিছিল থামছে না। প্রতিদিনই একের পর এক তাজা প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে থমকে যাচ্ছে বহু পরিবার। আর যেসব লোক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন অথবা পঙ্গুত্ববরণ করেন তাদের পরিবারের খবর কেউ রাখে না। সড়ক দুর্ঘনার এই অবস্থা এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। একটি ঘটনার রেশ না কাটতেই ঘটছে আরেকটি ঘটনা। এদিকে গত তিনমাসে ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩২জন নিহত হয়েছেন।

এরমধ্যে সদর উপজেলায় ৮ জন, কালীগঞ্জে ৭ জন, মহেশপুরে ৭ জন, কোটচাঁদপুরে ২ জন, শৈলকুপায় ৬ জন ও হরিণাকুণ্ডুতে ২ জন রয়েছে।

নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগ সড়ক-মহাসড়কে চলালকৃত অবৈধ যানবাহনের কারণে মারা গেছেন। এছাড়া কিশোর ও তরুণ কলেজ শিক্ষার্থীরাও দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর ফলে প্রাণ হারিয়েছেন।

নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠেনের কর্মী সাকিব মোহাম্মদ আল হাসান জানান,

সড়ক মহাসড়ক ক্রমেই অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। প্রতি নিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পাল্লা ভারি হচ্ছে, কিন্তু কোন প্রতিকার নেই।

জেলা সুজনের সভাপতি ও মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু জানান, বৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে সড়কে এই মৃত্যুর মিছির থামানো যাবে না। এ ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেনীর মানুষকে যুক্ত হতে হবে।

ঝিনাইদহ বিআরটিএর সহকারী পরিচালক আতিয়ার রহমান জানান, আমরা তো সব সময় সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। ড্রাইভারদের প্রশিক্ষন দিচ্ছি, মানুষকে সচেতন করছি। তারপরও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন সড়কে নতুন নতুন গাড়ি চলাচল করছে। ফলে সড়কগুলো বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে পুলিশের ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আমরা সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন মুক্ত করতে প্রতি নিয়ত অভিযান চালাচ্ছি। চলাচলকৃত নসিমন, করিমন, আলমসাধু, ভটভটি ও ইজিবাইক আটক করে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। তরপারও তাদের থামানো যাচ্ছে না।

তিনি বলেন পুলিশের একার পক্ষে অবৈধ যানচলাচল বন্ধ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন না হয় তবে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

ঝিনাইদহে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

‘সচেতনতা-স্বীকৃতি মুল্যায়ন: শুধু বেঁচে থাকা থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল

ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরিফুল ইসলাম, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের, সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, জেলা প্রতিবন্ধি বিষয়ক কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রশিক্ষিত করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সভা

ঝিনাইদহের টিসিবি’র বিভিন্ন ডিলারদের হয়রানি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকার টিসিবি’র কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার মেসার্স আফজাল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন, মেসার্স ৭১ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খসরুজ্জামান বাবু, মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খায়রুল ইসলাম টিটন, মেসার্স আফতাব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফতাব হোসেনসহ ১০২ জন ডিলার অংশ গ্রহন করেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী ওয়াজেদ আলী, শিমুল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাদল ও শামীম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী শামীম হোসেনের যোগসাজসে অন্যান্য ডিলারদের পণ্য জোরপূর্বক নিয়ে ক্রয়- বিক্রয় করে থাকে। ডিলাররা তাদের পণ্য দিতে না চাইলে ওই ৩ ডিলারের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন যার যার পণ্য

তাকেই বিক্রির নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে ওই তিন ডিলার উল্টো টিসিবি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দপ্তরে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করে যাচ্ছে।

এদিকে জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী হামদহ এলাকার ওয়াজেদ আলী সরকারী নিয়ম কানুন না মেনে টিসিবি’র পণ্য অবৈধভাবে বিক্রয় করে নগদ অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ওয়াজেদ সরকারদলীয় নেতা ও সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য ডিলারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ও জিম্মি করে অবৈধভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে চাই অন্যান্য সকল ডিলাররা।

ঝিনাইদহে চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীর মাথা ফাটিলো সাগান্না ইউনিয়নের রাজু মেম্বর

৫লক্ষ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ঝিনাইদহের সাগান্না ইউনিয়নের সাগান্না গ্রামের ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেনকে মাথা ফাটিয়ে দিলো একই ইউনিয়নের রাজু মেম্বর।

গতকাল রবিবার রাতে তাকে ডেকে রাজু মেম্বর আরো ৪ জনকে সাথে নিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাজু মেম্বর সাগান্না ইউনিয়নের সাগান্না গ্রামের মৃত-নেকবার মন্ডলের ছেলে ও ৮নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর। আহত প্রবাসী মোশারফ হোসেন আহত অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

আহত ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেন জানান, দীর্ঘ ১৩ বৎসর আমি ব্রুনাই অবস্থান করি। আমি বিদেশ থাকাকালীন সময় থেকে আমার নিকট চাঁদা চেয়ে আসছিলো রাজু মেম্বর ও তার লোকজন। গত ২১ মার্চ আমি দেশে আসি। এরপর সে আমার নিকট ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। আমি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর ২৬ মার্চ আমার এক আত্বীয় এ্যাকসিডেন্ট করায় বাহিরে অবস্থান করি।

এসময় রাজু মেম্বর আমার বাড়ীতে থাকা দুই নাবালক ইমরান ও রাব্বীর নিকট থেকে বাড়ী তালা দিয়ে বাড়ীর চাবি নিয়ে চলে যায়। আমি ২৯ মার্চ বাড়িতে আসলে ট্রাক্টরের চাবিও নিয়ে যায়।

ঐদিন রাতে ৯৯৯ কল সেন্টারে কল করলে কাতলামাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্য বাড়ী ও গাড়ীর চাবি উদ্ধার করে দিয়ে যায়।

গত ৩১ মার্চ রাতে রাজু মেম্বর আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে আমাকে জামাল, মনোয়ার, আলম ও ছাত্তার হাত-পা ধরে রাখে আর রাজু মেম্বর লাঠি ও বাশের চটা দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এরপর রাজু মেম্বরসহ ৫জন আমাকে কিল-ঘুষি মেরে ফেলে রেখে যায়। আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছি। সুস্থ হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করবো বলেও তিনি জানান।

এ বিষয়ে রাজু মেম্বরের সাথে কথা হলে তিনি জানান, ব্রুনাই প্রবাসী মোশারফ হোসেনের মার-ধরের সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তবে আমি তার গয়ে হাত দেয়নি এটা তাদের পারিবারিক ঘটনা। এর সাথে জড়িত নয় বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে ৩৫’শ কৃষকের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

আউশ এর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরিপ/২০২৪-২৫ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ঝিনাইদহে ৩৫’শ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী, সদর উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীব, সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মীর রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে সদর উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ৩ হাজার ৫’শ কৃষকদের মাঝে উপশী আউশ এর আবাদ এর জন্য উন্নত জাতের বীজ ৫ কেজি, ডিএমপি সার ১০ কেজি, এমওপি সার ১০ কেজি করে মোট বীজ ১৭.৫ মে. টন এবং মোট সার ৭০ মে. টন সুবিধাভোগী কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুন্ডুতে খাঁন ইট ভাটার ট্রাক্টর চাকায় পিষ্ট হয়ে কলেজ শিক্ষক নি*হত

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ইট ভাটার ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে রেজাউল করিম নামের এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কলাফোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল করিম হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের মৃত গণি মোল্লার ছেলে। তিনি সদর উপজেলার মল্লিক শহিদুল ইসলাম কারিগরি কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে উপজেলার যাদবপুর গ্রাম থেকে কলেজ শিক্ষক রেজাউল করিম মোটরসাইকেলে সদর উপজেলার নগর বাথান যাচ্ছিলো। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা খান ইট ভাটার ইটবোঝায় একটি ট্রাক্টর চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি জিয়াউর রহমান জানান, দুর্ঘটনার ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু থানায় সড়ক আইনে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় গাড়িটি আটক করলেও চালক পলাতক রয়েছে।